বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

প্রধানমন্ত্রীর
শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ওয়েবসাইট: www.pmeat.gov.bd
e-mail: md@pmeat.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০০০৪২৩ ফ্যাক্স: ০২-৮১৯১০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ওয়েবসাইট: www.pmeat.gov.bd
e-mail: md@pmeat.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০০০৪২৩ ফ্যাক্স: ০২-৮১৯১০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **ডা. দীপু মনি এম.পি.**
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.
মাননীয় উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা : **মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক**
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **কাজী দেলোয়ার হোসেন**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ :

জান্নাতুল ফেরদৌস
উপ-পরিচালক (উপসচিব)

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ
সহকারী পরিচালক; উপবৃত্তি (সহযোগী অধ্যাপক)

রেজওয়ানা আক্তার জাহান
সহকারী পরিচালক; পরিকল্পনা ও উন্নয়ন (সহকারী অধ্যাপক)

আশ্রাফুল মামুন
সহকারী পরিচালক; প্রশাসন

যাদব সরকার
সহকারী পরিচালক; অর্থ ও হিসাব (সিনিয়র সহকারী সচিব)

অসীম কুমার পাল
সহকারী প্রোগ্রামার

প্রকাশকাল : ১৫ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ডিজাইন ও প্রচ্ছদ : রেজওয়ানা আক্তার জাহান

কম্পিউটার কম্পোজ : মো: আইয়ুব হোসেন

মুদ্রণ : বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস (বিজিপ্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা

বাণী

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

'শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ' শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' এ প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা উপযোগী ও ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে দক্ষ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নির্ভর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাক্রমকে আরও যুগোপযোগীকরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিমার্জন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে এক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান সরকার নতুন নতুন উদ্ভাবন, গবেষণায় প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষাকে যুগোপযোগী, সহজলভ্য ও হাতের নাগালে করার অংশ হিসেবে সকল জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বোপরি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরী শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষায়িত শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযোগী মানবসম্পদ তৈরীর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী অভিপ্রায় ও সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ৫৮,৬০,৭৩৮ (আটান্ন লক্ষ ষাট হাজার সাতশত আটত্রিশ) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১৯৬৬,২০,০৮,৬১০ (এক হাজার নয়শত ছেষট্টি কোটি বিশ লক্ষ আট হাজার ছয়শত দশ) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। অবেদনপত্র গ্রহণ থেকে উপবৃত্তি বিতরণ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়।

উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণের পাশাপাশি ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার জন্য এককালীন চিকিৎসা অনুদান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকদের এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট দেশের অভ্যন্তরস্থ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ (তোরো) টি অধিক্ষেত্রে মধ্যে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে উন্মুক্ত প্রতিযোগীতামূলক উপায়ে নির্বাচিত ১৩ (তোরো) জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু স্কলার হিসেবে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য ৩(তিন) লক্ষ টাকার বৃত্তি, একটি ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করেছে। এ উদ্যোগটির মাধ্যমে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা প্রদানের কার্যক্রম সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার' নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদানের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ডা. দীপু মনি এম.পি.)

বাণী

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আজন্ম প্রয়াস ছিল দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আর এ দুঃখী মানুষের দুঃখের অন্যতম কারণ হচ্ছে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারা। এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপনের মাধ্যমে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার শংকা দূর করা হয়েছে।

ট্রাস্ট তহবিলের অর্থে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী গত ১৯ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,৩৯,৫৫৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৭৪,৮২,৩১,৭০০ (চুয়াত্তর কোটি বিরাশি লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত) টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৮,৪৭,৪১১ (আটচল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত এগার) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১৩২১,৭৭,১৪,৩৫০ (এক হাজার তিনশত একুশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,৭৩,৭৭৪ (আট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত চুয়াত্তর) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে ৫৬৯,৬০,৬২,৫৬০ (পাঁচশত উনসত্তর কোটি ষাট লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করেন।

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে এম.ফিল. কোর্সে ০৫ জন গবেষকের বিপরীতে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে ০৬ জন গবেষকের বিপরীতে ৫,৪০,০০০ (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ ছাড় করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে ০৭ (সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৩,০৫,০০০ (তিন লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০২১-২২ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং আমি ট্রাস্টের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

(মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.)

বাণী

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের বিগত বছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর স্বচ্ছ ধারণা পেতে এটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। ট্রাস্ট হতে ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি বিতরণ করা হয় যাতে করে অর্থের অভাবে দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন কোনো স্তরে থেমে না যেতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০ (দশটি) বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা সহায়তা।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ৫৮,৬০,৭৩৮ (আটান্ন লক্ষ ষাট হাজার সাতশত আটত্রিশ) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১৯৬৬,২০,০৮,৬১০ (এক হাজার নয়শত ছেষট্টি কোটি বিশ লক্ষ আট হাজার ছয়শত দশ) টাকা মোবাইল এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

২০৪১ এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি ট্রাস্টের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

স্বাক্ষরিত/
১৩-১০-২০২২
(মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক)

উপক্রমণিকা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০১০ সালের ২০ এপ্রিল তারিখে স্বহস্তে লিখিত এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী নির্দেশনা বাস্তবায়নের স্বার্থক রূপায়ন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। অর্থের অভাব যেনো দেশের দরিদ্র পরিবারের কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন থামাতে না পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও উদ্ভাবনী ধারণার আলোকে ৯ম জাতীয় সংসদের ১১তম অধিবেশনে পাসকৃত ২০১২ সালের ১৫ নং আইন বলে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের যাত্রা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এ ট্রাস্টের আইনের ৭(১) ধারায় গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের ও চেয়ারপার্সন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ট্রাস্ট আইনের ৮(১) উপধারা অনুযায়ী ছাব্বিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সহ সভাপতি।

সরকার কর্তৃক সিডমানি হিসেবে প্রদত্ত অর্থের লভ্যাংশ দ্বারা দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ভর্তি সহায়তা ও দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীকে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে এককালীন চিকিৎসা অনুদান, উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ এম.ফিল. পর্যায়ে দু'বছর মেয়াদে এবং পিএইচ.ডি. পর্যায়ে তিন বছর মেয়াদে ফেলোশিপ, ২০২০-২১ অর্থবছরে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য দেশের মধ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগীতামূলকভাবে নির্বাচিত ১৩ জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন ৩ লক্ষ টাকার একাউন্ট পে-চেক, ১টি সার্টিফিকেট ও ১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে বিপদগ্রস্থ শিক্ষার্থীদের এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,৩৯,৫৫৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৭৪,৮২,৩১,৭০০ (চুয়াত্তর কোটি বিরাশি লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত) টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৮,৪৭,৪১১ (আটচল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত এগার) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১৩২১,৭৭,১৪,৩৫০ (এক হাজার তিনশত একুশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,৭৩,৭৭৪ (আট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত চুয়াত্তর) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে ৫৬৯,৬০,৬২,৫৬০ (পাঁচশত উনসত্তর কোটি ষাট লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম গত ০১ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার উনষাট) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ (আটশত সত্তর কোটি আট লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬,৫২,১০৭ (ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ (চারশত আটাত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত) টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্য বিবাহ নিরসন এবং নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলার উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া-র সদস্যবৃন্দসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের সাথে মতবিনিময় করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক করোনাকালীন অনলাইন জুমএ্যাপের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংযুক্ত করে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন শীর্ষক' প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্রাস্টের পরিচিতি সম্পর্কিত Brochure, নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ ও শিক্ষা সহায়ক পোস্টার প্রকাশ করে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভিন্ন দপ্তর-পরিদপ্তর, বিভাগ ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও দূরদর্শী নির্দেশনার ভিত্তিতেই ট্রাস্টের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তার মহান পথ চলা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা আমাদের পথ চলায় বাড়তি গতি প্রদান করেছে। প্রতিবেদনটি আকর্ষণীয় করতে সকলের আন্তরিক প্রয়াস ছিলো; সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যমান অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(কাজী দেলোয়ার হোসেন)

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পরিচিতি	৯
০২	প্রধান পৃষ্ঠপোষক	৯
০৩	উপদেষ্টা পরিষদ	৯
০৪	ট্রাস্টি বোর্ড	১০
০৫	উপদেষ্টা পরিষদের সভা	১০
০৬	ট্রাস্টি বোর্ডের সভা	১১
০৭	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের দায়িত্ব ও কার্যাবলি	১২
০৮	অনুমোদিত জনবল, নিয়োগ ও পদায়ন	১৩
০৯	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কার্যক্রম	১৩
১০	উপবৃত্তি বিতরণ	১৪-১৬
১১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান	১৬
১২	দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান	১৭-১৮
১৩	শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	১৯
১৪	ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান	১৯
১৫	উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান	২০
১৬	বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান	২০
১৭	শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	২১-২২
১৮	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন	২৩-২৫
১৯	ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন	২৫
২০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন	২৬
২১	জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এঁর শাহাদত বার্ষিকী উদযাপন	২৭
২২	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদযাপন	২৭
২৩	উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থ	২৭
২৪	২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্তি ও খরচ	২৮
২৫	উদ্ভাবন (ইনোভেশন) কার্যক্রম	২৮-২৯
২৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বহস্তে লিখিত সানুগ্রহ নির্দেশনা	২৯

রূপকল্প (Vision)

উপবৃত্তি ও শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সারা দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ভর্তি সহায়তা ও দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় অনুদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা, সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দেশের সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য ২৬ (ছাব্বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা, সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশের সকল সরকারি বেসরকারি স্কুল/কলেজ/মাদরাসা/ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল ২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ফান্ড গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ০৯ আগস্ট ২০১০ তারিখের সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি টেকনিক্যাল উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৭ আগস্ট ২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপনে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন সময়ে ০৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১ জানুয়ারি ২০১১ তারিখের পত্রে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, নীতিমালা ও আইনের খসড়া পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে একটি নির্বাহী সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী ০৬ মার্চ ২০১১ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বরাবর একটি আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করেন। মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন করে Rules of Business, ১৯৯৬ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত প্রণীত খসড়া আইনটি ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১ বিগত ১২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। ১১ মার্চ ২০১২ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২ পাস হয়। সংবিধানের ৮০(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখে উক্ত বিলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ঐ তারিখেই প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ট্রাস্ট আইনের ৩(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নামে একটি 'ট্রাস্ট' স্থাপন করা হয়। এ আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদ -এর চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৬ (ছাব্বিশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান এবং ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সদস্য সচিব।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৬ ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৭(১) উপধারা অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান।

ক্রম:	বিবরণ		কমিটিতে অবস্থান
১.	প্রধানমন্ত্রী	:	চেয়ারম্যান
২.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	:	সদস্য
৩.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	:	সদস্য
৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	:	সদস্য
৫.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	:	সদস্য

ট্রাস্টি বোর্ড

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৮(১) উপধারা অনুযায়ী ২৬ (ছাব্বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ট্রাস্টি বার্ডের সহ সভাপতি। গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ড -এর গঠন নিম্নরূপ:

ক্রম:	বিবরণ	কমিটিতে অবস্থান
১.	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার :	সভাপতি
২.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার :	সহ-সভাপতি
৩.	মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার :	সদস্য
৪.	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা :	সদস্য
৫.	সিনিয়র সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা :	সদস্য
৬.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা :	সদস্য
৭.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা :	সদস্য
৮.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা :	সদস্য
৯.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা :	সদস্য
১০.	সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা :	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা :	সদস্য
১২.	প্রফেসর ড. মো: আখতারুজ্জামান, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা :	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা :	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা :	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা :	সদস্য
১৬.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), ঢাকা :	সদস্য
১৭.	সভাপতি, ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (BAB), গুলশান, ঢাকা :	সদস্য
১৮.	প্রফেসর আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ, সাবেক মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা :	সদস্য
১৯.	অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা :	সদস্য
২০.	অধ্যক্ষ, পুরান বাজার ডিগ্রী কলেজ, চাঁদপুর :	সদস্য
২১.	প্রধান শিক্ষক, ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম :	সদস্য
২২.	অধ্যক্ষ, সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা :	সদস্য
২৩.	অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট :	সদস্য
২৪.	অধ্যক্ষ, গোপালগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ :	সদস্য
২৫.	অধ্যক্ষ, মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা :	সদস্য
২৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা :	সদস্য-সচিব

উপদেষ্টা পরিষদের সভা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৭ (৩) উপধারা (১) এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ প্রয়োজন বোধে, সময় সময়, ট্রাস্টি বোর্ডকে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের সর্বশেষ সভা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভার তথ্য নিম্নরূপ:

সভাসমূহ	সভার সভাপতি	অনুষ্ঠিত সভার তারিখ	সভার স্থান
ষষ্ঠ সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পঞ্চম সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	২৩ মে ২০১৮ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
চতুর্থ সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	২৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তৃতীয় সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	২০ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
দ্বিতীয় সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	০৫ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্রথম সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	১৩ মার্চ ২০১৩ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদ এর ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয় - ইয়াসিন কবির জয়/ফোকাস বাংলা নিউজ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদ-এর ষষ্ঠ সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রাস্টি বোর্ডের সভা

ট্রাস্ট আইনে প্রতি চার মাসে বোর্ডের অন্তত একটি সভা আয়োজনের উল্লেখ রয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত সভার তথ্য নিম্নরূপ:

সভার ক্রম	সভার সভাপতি	অনুষ্ঠিত সভার তারিখ	সভার স্থান
দ্বাদশ সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং (জুম অ্যাপ)
একাদশতম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং (জুম অ্যাপ) এর মাধ্যমে
দশম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.	সম্মেলন কক্ষ, নায়েম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নবম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
অষ্টম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সপ্তম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
ষষ্ঠ সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৩ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষ
পঞ্চম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষ
চতুর্থ সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষ
তৃতীয় সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
দ্বিতীয় সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১ জুন ২০১৪ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষ
প্রথম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০২ মে ২০১৩ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

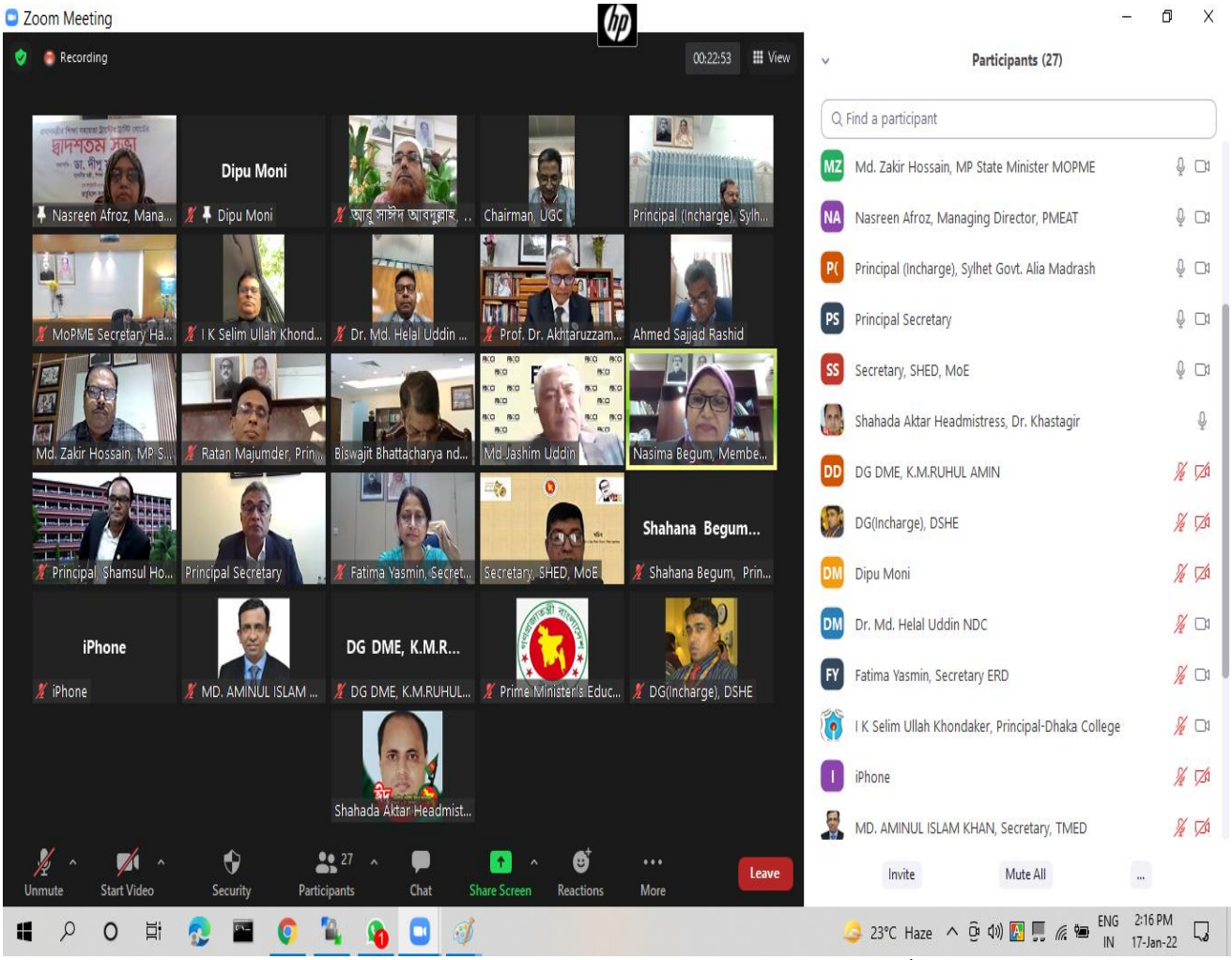

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি'র সভাপতিত্বে ১৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সভা।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ অনুসারে ট্রাস্টের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান;
২. ট্রাস্ট তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ;
৩. প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ;
৪. উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ নির্ধারণ;
৫. ট্রাস্টের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ;
৬. ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
৭. ট্রাস্টের অধীন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন;
৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদে□ ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্তকরণ;
৯. শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্তকরণ;
১০. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ; এবং
১১. স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান।

অনুমোদিত জনবল, নিয়োগ ও পদায়ন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে সর্বমোট অনুমোদিত ৩২টি পদের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণির ০৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ০১টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৩টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৯টি পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদসমূহে প্রেষণ, সরাসরি নিয়োগ এবং আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়।

অনুমোদিত পদের নাম	পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	০১	০১	০০
পরিচালক (যুগ্মসচিব)	০১	০১	০০
উপপরিচালক (উপসচিব)	০১	০১	০০
সহকারী পরিচালক	০৪	০৪	০০
প্রোগ্রামার	০১	০১	০০
সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০১	০০
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০০
ব্যক্তিগত সহকারী	০২	০২	০০
হিসাবরক্ষক	০১	০০	০১
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৪	০৪	০০
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৪	০৪	০০
ড্রাইভার (গাড়ী চালক)	০২	০১	০১
এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)	০৭	০৭	০০
গার্ড	০১	০১	০
সুইপার (ক্লিনার)	০১	০১	০
মোট পদের সংখ্যা	**৩২**	**৩০**	**০২**

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কার্যক্রম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা, চিকিৎসা অনুদান এবং উচ্চ শিক্ষায় গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান ট্রাস্টের মূল কার্যক্রম। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন, নারীশিক্ষা বিস্তার, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান কাজের পরিধির আলোকে সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে আধুনিক এবং বাস্তব ভিত্তিক পদসোপান ও পদোন্নতির সুযোগ সম্বলিত নিয়োগ প্রবিধানমালা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়োগ প্রবিধানমালা প্রণয়ন সম্পন্ন হলে যথাযথ জনসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

■ উপবৃত্তি বিতরণ

২০২১ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,৩৯,৫৫৩ (এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত তিপ্পান্ন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৭৪,৮২,৩১,৭০০/- (চুয়াত্তর কোটি বিরাশি লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৮,৪৭,৪১১ (আটচল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত এগারো) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১৩২১,৭৭,১৪,৩৫০ (একহাজার তিনশত একুশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,৭৩,৭৭৪ (আট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত চুয়াত্তর) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে ৫৬৯,৬০,৬২,৫৬০

(পাঁচশত উনসত্তর কোটি ষাট লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

ছবি ১: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ১৯ জুন ২০২২ তারিখ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে ২০২১-২২ অর্থবছর/২০২২ জানুয়ারি-জুন/২২ কিস্তির উপবৃত্তি, টিউশন ফি এবং ভর্তি সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠান

২০২০ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সারা দেশের স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ১,৮২,১০৩ (ছাত্রী ১,২৪,৩০৫ জন ও ছাত্র ৫৭,৭৯৮ জন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর টিউশন ফি বাবদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ (সাতানব্বই কোটি নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত আশি) টাকা ইএফটিএন এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে করোনা মহামারির মাঝেও গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে (অর্থবছর ২০১৮-১৯) সারা দেশের স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,১০,০৪৯ (ছাত্রী ১,৪৬,৮৫৮ জন ও ছাত্র ৬৩,১৯১ জন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে টিউশন ফি বাবদ ১১০,৯৮,৯২,৩৪০ (একশত দশ কোটি আটানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা বিতরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে গণভবন থেকে ভিডিও করফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে (অর্থবছর ২০১৭-১৮) স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,৬০,০৭০ (ছাত্রী ১,৯০,২৪৩ জন ও ছাত্র ৬৯,৮২৭ জন) জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টিউশন ফি বাবদ ১৩৭,৬০,৮৪,০৪০ (একশত সাতত্রিশ কোটি ষাট লক্ষ চুরাশি হাজার চল্লিশ) টাকা বিতরণ করা হয়। ২৯ ডিসেম্বর

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে মোবাইল একাউন্ট 'রকেট' এর মাধ্যমে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে (অর্থবছর ২০১৬-১৭) স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,৪৭,৮৩৩ (ছাত্রী ১,৮৬,৭১৪ জন ও ছাত্র ৬১,১১৯ জন) জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১৩৪,২৪,৭৫,৪৬০ (একশত চৌত্রিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত আশি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ১৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মোবাইল একাউন্ট 'রকেট' এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে (অর্থবছর ২০১৫-১৬)স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের সর্বমোট ২,০৮,৮৮৬ (ছাত্রী ১,৬৯,৮৪৬ জন ও ছাত্র ৩৯,০৪০ জন) জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১১৩,৬১,৩৩,৫৬০ (একশত তের কোটি একষট্টি লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ২৩ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে উক্ত উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৪,৬৭৭ (চৌদ্দ হাজার ছয়শত সাতাত্তর) জন ছাত্র এবং ১,৪৮,৪০২ (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত দুই) জন ছাত্রীসহ সর্বমোট ১,৬৩,০৭৯ (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার উনাশি) জন স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ (দশ) জন ছাত্র-ছাত্রীকে সরাসরি উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট সকল শিক্ষার্থীর মাঝে একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,২৯,৮১০ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত দশ) জন ছাত্রীর মাঝে মোট ৭২,৯৫,৩২,২০০ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ১৫ (পনের) জন ছাত্রীর মাঝে সরাসরি উপবৃত্তি অর্থ বিতরণ করেন।

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে স্থানান্তর:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রদত্ত সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম ০১ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখ হতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি'র (HSP) কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি এম.পি. গত ২২ জুন ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার ঊনষাট) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ (আটশত সত্তর কোটি আট লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬,৫২,১০৭ (ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ (চারশত আটাত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

■ ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান প্রদান

■

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ভর্তি সহায়তা প্রদান:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান করে থাকে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকার আলোকে শিক্ষার্থী প্রতি মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫০০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮০০০ টাকা এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১০,০০০ টাকা হারে ভর্তি সহায়তা বিতরণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির ৫০৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা হিসেবে ৩৩,৮৮,০০০ (তেত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

অর্থবছর	শিক্ষার পর্যায়	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ভর্তি সহায়তা (টাকায়)	সর্বমোট (টাকায়)
২০২১-২২	মাধ্যমিক	৪২০ জন	২১,০০,০০০	৪৩,৭৬০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	২৪২ জন	১৯,৩৬,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	৩৪ জন	৩,৪০,০০০	
২০২০-২১	মাধ্যমিক	২৭৪ জন	১৩,৭০,০০০	৩৩,৮৮,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	১৩৬ জন	১০,৮৮,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	৯৩ জন	৯,৩০,০০০	
২০১৯-২০	মাধ্যমিক	৭৬ জন	৩,৮০,০০০	১৩,২৬,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	১০৭ জন	৮,৫৬,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৯ জন	৯০,০০০	
২০১৮-১৯	মাধ্যমিক	৮৬ জন	২,৯৮,০০০	৫,৩৭,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	৪৩ জন	১,৫৪,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	১০ জন	৮৫,০০০	
২০১৭-১৮	মাধ্যমিক	১৩৪ জন	১৬৮,০০০	৪,৫৭,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	৫৩ জন	১,৫৯,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৬ জন	৩০,০০০	
২০১৬-১৭	মাধ্যমিক	১০২ জন	২,০৪,০০০	৩,৫৮,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	৩৮ জন	১,১৪,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৮ জন	৪০,০০০	
২০১৫-১৬	মাধ্যমিক	৪৩ জন	৮৬.০০০	২,২৭,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	২৭ জন	৮১,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	১২ জন	৬০,০০০	
২০১৪-১৫	মাধ্যমিক	৭০ জন	১,৪০,০০০	২,৪১,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	২২ জন	৬৬,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৭ জন	৩৫,০০০	
	সর্বমোট:	১,৩৫৬ জন	৩১,৪৬,০০০	৬৫,৩৪,০০০

ভর্তি সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

১. ভর্তি সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: হৃদয় সরকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের স্নাতক ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত শারীরিক প্রতিবন্ধী হৃদয় সরকার কুরপাড়, নেত্রকোনা জেলায় বসবাসরত সমীরণ সরকার ও সীমা সরকারের সন্তান। অনলাইনে আবেদন করলে বিগত ১৪ জুন ২০২১ তারিখের সভায় শিক্ষার্থীকে ১০ (দশ হাজার) টাকা ভর্তি সহায়তা বাবদ প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থী লেখা-পড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখির কাজও করছে। হৃদয় সরকার, শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড পার্সন। জন্মের সময় কিছু মানুষের গাফিলতি এবং অদূরদর্শীতার কারনে তার স্বাভাবিক জন্মপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে নিজে নিজে চলা ফেরা করার সামর্থ টি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তার মা কখনো তাকে এই সমাজের মূল স্রোতের সাথে চলার মতো যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লড়াই থামান নি। তিনি কোলে করেই প্রাথমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছেন। তার মাকে বৃটিশ গণমাধ্যম বিবিসি ২০১৮ সালে সারা বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালি এবং অনুপ্রেরণাদায়ী নারীর তালিকায় একমাত্র বাংলাদেশী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। সেই তালিকায় তার মা সীমা সরকার এর অবস্থান ছিল ৮১ তম (লিংক-https://www.bbc. com /news/world-৪৬২২৫০৩৭)

২. ভর্তি সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: মার্জিয়া বেগম

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসা, সোবহানীঘাট, সিলেটের ফাজিল ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মার্জিয়া বেগম সিলেট, রায়গঞ্জ-এর দক্ষিণ ভাগ গ্রামের মৃত চান মিয়া ও ফাতেহা বেগম দম্পতির সন্তান। বিগত ১৪ জুন ২০২১ তারিখের সভায় শিক্ষার্থীকে ১০ (দশ হাজার) টাকা ভর্তি সহায়তা বাবদ প্রদান করা হয়। মার্জিয়া বেগম বর্তমানে ফাজিল ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী। এতিম শিক্ষার্থী মার্জিয়াকে ভর্তি সহায়তা বাবদ ১০ (দশ হাজার) টাকা প্রদান করায়, সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য অনেক দোয়া করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা পাবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩. ভর্তি সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: মোছা: তারজিনা আক্তার তামান্না

কুড়িগ্রাম জেলার দরিদ্র পরিবারের অধ্যম মেধাবী শিক্ষার্থী মোছা: তারজিনা আক্তার তামান্না রংপুর মেডিকেল কলেজে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফি বাবদ ২২,৩৬০ টাকা ব্যয় হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার্থী ভর্তি সহায়তার জন্য কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করলে, জেলা প্রশাসক আবেদনের কপিটি ট্রাস্টে প্রেরণ করেন। আবেদনে শিক্ষার্থী উল্লেখ করে তার পিতা একজন দিনমজুর হওয়ায় দরিদ্র পিতার পক্ষে পড়াশোনা এবং ভর্তিসহ অন্যান্য খরচ চালানো কষ্টকর। তার পারিবারিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে অধ্যম মেধাবী শিক্ষার্থী তামান্নাকে এককালীন ২৫ (পঁচিশ হাজার) টাকা ভর্তি সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থী তামান্না রংপুর মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী। ভবিষ্যৎে সে ডাক্তার হয়ে দরিদ্র মানুষের সেবা করতে চায়।

৪.ভর্তি সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: ফাহমিদা রহমান

ধানমন্ডি কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে, ঢাকা-এর ৯ম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী ফাহমিদা রহমান। তার বাবা চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার কারণে সন্তানের পড়া-লেখার খরচ চালিয়ে নেয়া বৃদ্ধ বাবার পক্ষে কষ্টকর। ই-ভর্তি সহায়তা সফটওয়্যারে ভর্তি সহায়তার আবেদনের পর বিগত ২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষার্থীকে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা ভর্তি সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছর/২০২২ সালের উপবৃত্তি ও ভর্তি সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে ১৯ জুন ২০২২ তারিখে একজন দরিদ্র ও মেধাবী ভর্তি সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী হিসেবে বক্তব্য প্রদান করে ফাহমিদা রহমান।

৫. ভর্তি সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: তানজীম রায়হান

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা'র এমবিবিএস ২য় বর্ষের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের অদ্যম মেধাবী শিক্ষার্থী তানজীম রায়হান চুয়াডাঙ্গা, দামুরহুদা-এর হোগলডাঙ্গা গ্রামের মোঃ জয়নাল আবেদীন ও শওকতারা দম্পতির সন্তান। ভর্তি সহায়তার জন্য তানজীম রায়হান অনলাইনে আবেদন করলে বিগত ১৪ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ১০ (দশ হাজার) টাকা ভর্তি সহায়তা বাবদ প্রদান করা হয়। মেডিকেল কলেজের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তাকে এ আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের প্রতি তানজীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান:

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান নির্দেশিকার আলোকে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটবেনা তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে। এ নির্দেশিকার আলোকে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ০৮ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য এককালীন চিকিৎসা অনুদান হিসেবে সর্বমোট ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়।

অর্থবছর	শিক্ষার পর্যায়	অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	চিকিৎসা অনুদান (টাকায়)	সর্বমোট (টাকায়)
২০২১-২২	মাধ্যমিক	০৬ জন	২,০০,০০০	৩,০০,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০১ জন	৫০,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	৫০,০০০	
২০২০-২১	মাধ্যমিক	৫ জন	২,২০,০০০	৪,৬০,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	২ জন	৯০,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	৩ জন	১,৫০,০০০	
২০১৯-২০	মাধ্যমিক	০৪ জন	১,৪৫,০০০	১,৯০,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০২ জন	৩৫,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	১০,০০০	
২০১৮-১৯	মাধ্যমিক	--	--	১০,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	--	--	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	১০,০০০	
২০১৭-১৮	মাধ্যমিক	০১ জন	২৫,০০০	৪৫,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	২০,০০০	
২০১৬-১৭	মাধ্যমিক	০৬ জন	১,২০,০০০	১,৪৫,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	২৫,০০০	
২০১৫-১৬	মাধ্যমিক	০৪ জন	৭০,০০০	৭০,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	

	স্নাতক ও সমমান	০০ জন	০০.০০	
২০১৪-১৫	মাধ্যমিক	০৬ জন	৯৫,০০০	৯৫,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০০ জন	০০.০০	
	সর্বমোট:	৩৭ জন	১০,১৫,০০০ টাকা	১০,১৫,০০০ টাকা

চিকিৎসা অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

১. চিকিৎসা অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী মো: রিপন হোসেন

চাঁদপুর সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মো: রিপন হোসেন চাঁদপুর সদর থানার দক্ষিণ বালিয়া গ্রামের আব্দুল বারেক মাঝি ও আমেনা বেগম দম্পতির সন্তান। গাছ থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর কোমড়ের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় চিকিৎসা সহায়তার আবেদন করলে উল্লিখিত শিক্ষার্থীকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের সভায় ৫০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীর পিতা একজন দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক। শিক্ষার্থী ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। শিক্ষার্থী ২০২২ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। বর্তমানে শিক্ষার্থী শারীরিক সুস্থতা অর্জন করে তার শিক্ষা জীবন অব্যাহত রেখেছে। ট্রাস্ট থেকে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করায় শিক্ষার্থীর পিতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২.চিকিৎসা অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ফাতেমা আক্তার মিম

আয়েশা (রা:) মহিলা কামিল মাদ্রাসা, দত্তপাড়া, লক্ষীপুর সদরের ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ফাতেমা আক্তার মিম লক্ষীপুর সদর থানার সৈয়দপুর গ্রামে বসবাসরত জনাব ওমর ফারুক ও আয়েশা বেগমের সন্তান। তার বাবা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল একজন দরিদ্র কৃষক। শ্রেণি কক্ষের বেঞ্চের সাথে ধাক্কা লেগে শিক্ষার্থীর কোমড়ের হাড় ভেঙ্গে যায়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে চিকিৎসা সহায়তার আবেদন করলে শিক্ষার্থীকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের সভায় ৫০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা চিকিৎসা অনুদান বাবদ প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৪.১৭ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে শিক্ষার্থী ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।

৩. চিকিৎসা অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান

গোপালগঞ্জ ছালেহিয়া কামিল মাদরাসা, গোপালগঞ্জ-এর ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার খাগাইল গ্রামের জনাব মো: মোস্তফা মোল্লা ও রহিমা বেগমের সন্তান। শিক্ষার্থীর বাবা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল একজন দরিদ্র কৃষক। এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীর ডান হাত ভেঙ্গে যায়, ডান পা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং মাথার পেছনে ও সামনে মারাত্নক আঘাতপ্রাপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে চিকিৎসা সহায়তার আবেদন করলে শিক্ষার্থীকে ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের সভায় ৫০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা চিকিৎসা অনুদান বাবদ প্রদান করা হয়। এ টাকায় শিক্ষার্থীর চিকিৎসা ব্যয় মিটানো সম্ভব হওয়ায় তার পিতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বর্তমান শিক্ষার্থী ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত এবং ২০২৩ সালের দাখিল পরীক্ষার্থী।

৪. চিকিৎসা অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সুপর্ণ দত্ত

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রামের উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণির অসুস্থ শিক্ষার্থী সুপর্ণ দত্তকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে ২৪ জুন ২০২১ তারিখ জরুরি আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থী পিতা রতন কুমার দত্ত অসুস্থ ও বেকার অবস্থায় দিনযাপন করছেন। ১২ নং আলকরণ রোড, ৩৩ নং ফিরিঙ্গি বাজার ওয়ার্ড, কোতয়ালী, চট্টগ্রামে বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করেন শিক্ষার্থীর ৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিবার। শিক্ষার্থী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাতনী। সুপর্ণ ২০২২ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান:

দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকার আলোকে এককালীন একজন শিক্ষার্থীকে সর্বনিম্ন ১০,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত হারে ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৭ (সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে সর্বমোট মোট ৩,০৫,০০০/- (তিন লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১. জরুরি আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: তামান্না আক্তার নুরা

বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ, ঝিকড়গাছা, যশোর-এর শিক্ষার্থী তামান্না আক্তার নুরা যশোর, ঝিকড়গাছা উপজেলার আলীপুর গ্রামে বসবাসরত জনাব মো: রওশন আলী এবং জনাব খাদিজা পারভীন দম্পতির সন্তান। আবেদনকারী একজন নন-এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষক।শুধুমাত্র টিউশনি করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সকল ব্যয় নির্বাহ করেন। তাঁর মেয়ে তামান্না আক্তার নূরা শারীরিক প্রতিবন্ধী। পিএসসি, জেএসসি এবং এসএসসি (বিজ্ঞান বিভাগ) পরীক্ষায় পা দিয়ে লিখেও জিপিএ ৫.০ অর্জন করেছে। উক্ত কলেজ থেকে তামান্না ২০২১ সালে এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০ অর্জন করেছে। শিক্ষার্থী ছবি আঁকাসহ বিভিন্ন সময় বিতর্ক প্রতিযোগীতায়ও অংশগ্রহণ করেছে। তামান্না আক্তার নূরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চায় এবং ভবিষ্যতে বিসিএস কর্মকর্তা হতে চায়। কিন্তু সামান্য উপার্যনে দরিদ্র বাবার ক্ষেত্রে এই স্বপ্ন পুরন করা সম্ভব নয় বলে সার্বিক সহযোগিতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সাহায্যের আবেদন করা হলে আবেদনপত্রটি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে অগ্রায়ন করা হয়। বিগত ২১ মার্চ ২০২১ তারিখের সভায় তামান্নার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরুরি আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। বর্তমানে তামান্না যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২২ শিক্ষা বর্ষের অনার্স ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। ভবিষ্যতে তামান্না বিসিএস কর্মকর্তা হতে আগ্রহী।

২. জরুরি আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: আবেদা আঞ্জুম স্মৃতি

অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থী আবেদা আঞ্জুম স্মৃতি ভবানীপুর ফাজিল সিনিয়র মাদ্রাসা, ভবানীপুর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ'র আলিম ২য় বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় বিগত ৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে প্রকাশিত 'হার না মানা স্মৃতি গাথা' প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত একজন অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থী। জন্ম থেকেই শিক্ষার্থীর দু'টি পা নেই। দু'টি পা না থাকার কারণে তাকে হাতের তালুতে ভর করে চলতে হয়। ডাক্তার বলেছেন, স্মৃতির শরীরে কৃত্রিম পা সংযোজন করা যাবে। শিক্ষার্থীর পিতা মৃত হওয়ায় দরিদ্র পরিবারের পক্ষে পড়াশোনা এবং চিকিৎসাসহ অন্যান্য খরচ চালানো অসম্ভব। তার পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই নাজুক। তার রোগের জটিলতা ও চিকিৎসায় বিপুল অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে আবেদা আঞ্জুম স্মৃতিকে বিগত ২৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখের সভায় এককালীন ৫০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরুরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলে সে এ টাকা দিয়ে হুইল চেয়ার ক্রয় করে। বর্তমানে আবেদা ভবানীপুর ফাজিল সিনিয়র মাদ্রাসার ফাজিল ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী।

৩. জরুরি আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: মোস্তাকিম আলী

তানোর, রাজশাহীতে বসবাসরত অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থী **মোস্তাকিম** আলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সম্মান ২০২০-২১ শিক্ষা বর্ষের শিক্ষার্থী। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় বিগত ১৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে প্রকাশিত "কাঠমিস্ত্রির কাজ করেও ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম" প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত একজন অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থী **মোস্তাকিম** আলী। সামায়ুন আলী ও জোছনা আরা বেগম দম্পতির সন্তান মোস্তাকিম বাবার সাথে কাঠমিস্ত্রির কাজ করেও ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি ইউনিটের গ্রুপ-৩ ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। তার পারিবারিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে ২৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখের সভায় তাকে এককালীন ৩০ (ত্রিশ হাজার) টাকা জরুরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। মোস্তাকিমের সাফল্য ও ট্রাস্ট কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্র থেকে তার সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়।

৪. জরুরি আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: মো: আবু হাসানাত

ঢাকা কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষাথী মো: আবু হাসানাতকে ২৪ জুন ২০২২ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের **জরুরি** তহবিল থেকে জরুরি আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীর পিতা: এ.কে.এম.এ মান্নান হাওলাদার, মাতা: ফরিদা বেগম, আদাখোলা, হাটপুটিয়াখালী, রাজাপুর, ঝালকাঠিতে বসবাস করেন। শিক্ষাথী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর সন্তান। বর্তমানে বাবার কর্মসংস্থান না থাকায় ১০ সদস্যের পরিবারের খরচ সামলে লেখা-পড়ার ব্যয়বহন করা বেকার বাবার পক্ষে কষ্টকর। নানাবিধ সহশিক্ষা কার্যক্রমে জাতীয়ভাবে পুরস্কার প্রাপ্ত।

৫. জরুরি আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: মো: ফয়সাল

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ঢাকার কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের সম্মান ১ম বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী মো: ফয়সালের পিতা ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে স্ট্রোক জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে

পরিবারের যাবতীয় ব্যয়বহন করে ৩ সন্তানের পড়াশোনার খরচ বহন করা তার মাতার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। লেখা-পড়ার খরচ চালিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষার্থী আর্থিক সাহায্যতা চেয়ে আবেদন করলে, ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের **জরুরি** তহবিল থেকে শিক্ষার্থীর শিক্ষার খরচ বাবদ ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় ২০ (বিশ) হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

৬. জরুরি আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: এম. মুনযির মাহমুদ

সরকারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ, যশোরের সম্মান ১ম বর্ষ প্রাণিবিদ্যা বিভাগের দুরারোগ্য ব্যাধী ব- াড ক্যান্সারে আক্তান্ত অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থী এম. মুনযির মাহমুদ স্মীথ রোড, পুরাতন কসবা, মীরপাড়া, যশোর সদরের জনাব মো: মাহবুবুর রহমান বিশ্বাস ও মোছা: হোসনে আরা খাতুন দম্পতির সন্তান। তার বাবা পেশায় একজন মুদি দোকানী। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পিতার পক্ষে তার ব্যয়বহুল চিকিৎসা বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে যাওয়ার কারণে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যতা চেয়ে আবেদন করলে, ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের **জরুরি** তহবিল থেকে শিক্ষার্থীর চিকিৎসা বাবদ ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখের সভায় ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

৭. জরুরি আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: তহুরা আক্তার

পাগলাপীর স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর সদরের একাদশ বিজ্ঞান বিভাগের দরিদ্র শিক্ষার্থী তহুরা আক্তারের পিতা একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হাফেজ। সন্তানের পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়ে আবেদন করলে ১১ আগস্ট ২০২২

তারিখের সভায় ১৫(পনেরো) হাজার টাকা **জরুরি** সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। কুর্শাবলরামপুর, ১নং মমিনপুর ডাকঘরের রংপুর সদরের জনাব মো: তাহাজুল ইসলাম ও মোছা: জাহানারা বেগমের ৩ সন্তানের মধ্যে তহুরা বড়। স্কুলগামী ৩ সন্তানসহ ৫ সদস্যের সংসারে প্রতিবন্ধী ভাতা ও অন্যের সহযোগীতা নিয়ে দিনযাপন করছে তারা। শিক্ষার্থীর পিতা ২ সন্তানের পড়াশোনার খরচ মেটানোর জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তহুরা আক্তারের সাথে ফোনে কথা হলে ভবিষ্যতে সে শিক্ষক হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে।

উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকার আলোকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে উচ্চশিক্ষায় গবেষকদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এম.ফিল. কোর্সে মাসিক ১০,০০০ টাকা হারে দু'বছর মেয়াদে এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে মাসিক ১৫,০০০ টাকা হারে তিন বছর মেয়াদে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এম.ফিল. কোর্সে ০৫ (পাঁচ) জন গবেষককে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে ০৬ (ছয়) জন গবেষককে ৫,৪০,০০০ (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্নকারী গবেষকগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

ক্রম	নাম	বিশ্ববিদ্যালয়	গবেষণার শিরোনাম	ছবি
১.	জনাব তানজিলা কায়সার	এম.ফিল গবেষক শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭, রেজি: ২৩৩৩, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।	বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী: মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন (১৯৭১-২০১০)	
২.	জনাব লাবনী ইসলাম চুমকী	এম.ফিল গবেষক শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯, রেজি: ১৭ ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারী যোদ্ধা	
৩.	জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর	এম.ফিল গবেষক শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮, রেজি নং: ২৮৮/২০১৭-১৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	Rohingya in Cox's Bazar District: Impact on Local Community.	
৪.	জনাব নাদিয়া আক্তার মুক্তা	এম.ফিল গবেষক শিক্ষাবর্ষ: অক্টোবর/২০১৮ রেজি নং: ১০১৮১৪৩০০২, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	Effect of Cholesterol on the Bending Modulus of Memberanes and the Electroporation Induced Pore Formation of Vesicles.	
৫.	জনাব তাহমিনা সুলতানা যুথি	এম.ফিল গবেষক শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯, রেজি নং: ৪৩ উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	Ethnomedicinal Plants for the Management of Cardiovascular Disease in Bangladesh.	
৬.	জনাব সাথী রানী সরকার	এম.ফিল গবেষক শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯, রেজি নং: ১২৫৫৯৫০৪ প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	Evaluation of Pathogenic Bacteria from Drinking Water of Rajshahi City.	

৭.	জনাব বি.এম. শহীদুল ইসলাম	এম.ফিল গবেষক শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯, রেজি: ১৮৮২০০০০২১ অর্থনীতি বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	রাখাইন নারী উদ্যোক্তাদের জীবন-জীবিকার সাথে তাঁত শিল্পের সম্পর্ক: পরিপ্রেক্ষিত পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা।	
৮.	জনাব মো: মনিরুজ্জামান	এম.ফিল গবেষক শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯ রেজি নং: ১০১৮০৩৩২০৪ রসায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।	Fabrication of Bio-Based Activated Carbon Modified Graphite Electrode and Its Performance As Supercapacitor.	
৯.	জনাব ওমর ফারুক	পিএইচ.ডি. গবেষক শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮ রেজি: ১৭এমজিটিপিএইচডি০০১ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ-৮১০০।	The Impact of Authentic Leadership on Nurses' Satisfaction and Performance: Analyzing Mediation and Moderation Effects.	

২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের তথ্য

অর্থবছর	ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান	মেয়াদ	গবেষকের সংখ্যা
২০২১-২২	এম.ফিল. পর্যায়	দু'বছর	০৫ জন
	পিএইচ.ডি. পর্যায়	তিন বছর	০৬ জন
২০২০-২১	এম.ফিল. পর্যায়	দু'বছর	০৫ জন
	পিএইচ.ডি. পর্যায়	তিন বছর	০৭ জন
২০১৯-২০	এম.ফিল. পর্যায়	দু'বছর	০৬ জন
	পিএইচ.ডি. পর্যায়	তিন বছর	১০ জন
২০১৮-১৯	এম.ফিল. পর্যায়	দু'বছর	০৮ জন
	পিএইচ.ডি. পর্যায়	তিন বছর	০৪ জন
২০১৭-১৮	এম.ফিল. পর্যায়	দু'বছর	০১ জন
	পিএইচ.ডি. পর্যায়	তিন বছর	০০ জন
		সর্বমোট:	৪১ জন

বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নির্দেশিকার আলোকে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য দেশের মধ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগীতামূলকভাবে নির্বাচিত ১৩ জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন ৩ লক্ষ টাকার একাউন্ট পে-চেক, ১টি সার্টিফিকেট ও ১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে।

[ছবি: ৩ বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান, ২০২২

[ছবি: ৩ বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান, ২০২২

‘বঙ্গবন্ধু স্কলার’ হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা:

ক্রম	অধিক্ষেত্র	নাম	বিভাগ	বিশ্ববিদ্যালয়
১.	সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science)	ফারিহা তাবাসসুম	রাষ্টবিজ্ঞান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২.	কলা ও মানবিক (Arts & Humanities)	প্রীথুলা প্রসূন পূজা	দর্শন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৩.	ব্যবসায় শিক্ষা (Business Studies)	মো: আশিফুল ইসলাম	একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪.	আইন (Law)	শাহরিমা তানজিন অর্নি	আইন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫.	ভৌত বিজ্ঞান (Physical Science)	সামিহা নাহিয়ান	রসায়ন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.	ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (Engineering & Technology)	মোহাম্মদ মুনতাসির হাসান	ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
৭.	বিজ্ঞান (Science)	ফারিয়া তাসনীম	ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী এন্ড ফার্মাকোলজী	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮.	জীব বিজ্ঞান(Biological Science)	কানিজ ফাতেমা	জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৯.	শিক্ষা ও উন্নয়ন (Education & Development)	মো: নাজমুজ্জামান সিফাত	শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০.	চিকিৎসা(Medicine)	মো: এহসানুল আলম	ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ
১১.	চারুকারু (Fine Arts)	রূপক কুমার সাহা	ভাস্কর্য	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
১২.	কৃষি বিজ্ঞান (Agricultural Science)	প্রত্যাশা বিশ্বাস	কৃষি বিজ্ঞান	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১৩.	মাদরাসা শিক্ষা (Madrasha Education)	মো: খাইর ল ইসলাম	আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু স্কলার হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

ফারিহা তাবাসসুম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফারিহা তাবাসসুমের জন্ম নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায়। ঢাকার ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা থেকে দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় তিনি মাদরাসা বোর্ডে যথাক্রমে ৯ম ও ১০ম স্থান অর্জন করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি তিলাওয়াত, আবৃত্তি, রচনা, বিতর্কসহ নানাবিধ সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নকালে ৮টি সেমিস্টারের প্রতিটিতেই সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ফারিহা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন তিনি গবেষণা সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেশ কিছু কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ও গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত থাকাকালীন ফারিহা ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত মিশিগানস্টেট ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের পিএইচডি প্রোগ্রামে পূর্ণবৃত্তি ও গ্রাজুয়েট এ্যাসিসট্যান্টশিপসহ ভর্তির সুযোগ লাভ করেন।

প্রীথুলা প্রসূন পূজা
স্নাতকোত্তর শ্রেণী (অধ্যয়নরত)
দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মিজ প্রসূন ২০১৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে ৩.৮৮ পেয়ে স্নাতকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্নান অধিকার করেন এবং একই সাথে সমগ্র কলা ও মানবিকী অনুষদে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যয়নরত থাকাকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা আইজিআই গ্লোবালকর্তৃক তার একটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনটি অনুবাদ প্রবন্ধ প্রকাশনার পাশাপশি দুইটি গবেষণা প্রবন্ধ বর্তমানে আন্ডার-রিভিউ রয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় তার একাধিক ছোটোগল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বেইজিং নরম্যাল ইউনিভার্সিটি ও ইন্টারন্যাশনাল কনফুসিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত চীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় “বিএনইউ ফিলোসফি সামারস্কুল ২০২১” এ চেয়ার হিসেবে মনোনীত হন। একই প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স “চাইনীজ কালচার স্টাডিজ প্রোগ্রাম ফর গ্লোবাল ইয়ং স্কলার ২০২০”এ একজন স্কলার হিসেবে মনোনীত হন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে যুক্ত থাকার পাশাপাশি তাঁর সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে রয়েছে সঙ্গীত, বিতর্ক, মঞ্চাভিনয়।

মো: আশিফুল ইসলাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থী আশিফুল ইসলাম ২০১৯ সালের স্নাতক (বিবিএ) পরীক্ষায় ৩.৯৪ সিজিপি এ নিয়ে বিভাগ ও অনুষদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এ ছাড়া এস এস সি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষাতেই গোল্ডেন এ-প্লাসসহ বোর্ড মেধাতালিকায় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র-র সাথে সম্পৃক্তাসহ বিজয় একাত্তর হল হিসাব বিজ্ঞান পরিবারের সাধারন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন।

শাহরিমা তানজিন অর্নি
আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাহরিমা তানজিন অর্নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করে ২০২০ সালে এলএলবি (অনার্স) শেষ করেন। তিনি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ থেকে ২০১৩ সালে এসএসসি ২০১৫ সালে এইচএসসি পাস করেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন সহপাঠ কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অন্ত বিভাগ মুট কোর্ট প্রতিযোগীতায় দুবার শ্রেষ্ঠ মুটার হওয়ার পাশাপাশি তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ আয়োজিত মুনরো ই. প্রাইস মিডিয়া ল' মুট কোর্ট কম্পিটিশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সম্প্রতি, ২০১৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' এন্ড পলিটিক্স রিভিউ-র এডিটর ইন চিফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতোমধ্যে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল, ব্লগ ও পত্রিকায় তার গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার গবেষণা ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আইন, বিনিয়োগ পলিসি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন।

সামিহা নাহিয়ান

রসায়ন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী সামিহা নাহিয়ান নিজ বিভাগে সর্বোচ্চ সিজিপিএ পেয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক (সম্মান) সম্পন্ন করেন। স্নাতক শেষ বর্ষে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল- ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বসতবাড়ির অভ্যন্তরে বায়ু দূষণের মাত্রা, বিশেষত: পারটিকুলেট ম্যাটার দূষকের ঘনত্ব ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি পরিমাপন। তিনি দেশে ও দেশের বাইরে (জাপান, মালয়েশিয়া ও হংকং) বিভিন্ন কনফারেন্সে নিজের গবেষণাকর্ম উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন। সেই সাথে বায়ুমণ্ডলীয় রসায়ন গবেষণা সংক্রান্ত চারটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। সামিহা এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক বায়ুমণ্ডলীয় গবেষক সংস্থা "মনসুন এশিয়া এন্ড ওশেনিয়া নেটওয়ার্কিং গ্রুপ"-র একজন সক্রিয় সদস্য। তাঁর ব্যক্তিগত অর্জনের মধ্যে রয়েছে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ২০২০-২১ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে "ডক্টর আব্দুল জব্বার মিয়া স্মৃতি বৃত্তি- ২০১৮" ও "ভাষা শহীদ নূরুল হক মিয়া স্মৃতিবৃত্তি- ২০১৮" প্রাপ্তি।

মোহাম্মদ মুনতাসির হাসান
লেকচারার, ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আই আই সি টি),
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

মোহাম্মদ মুনতাসির হাসানের জন্ম ঢাকায়। সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি এবং ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ইলেক্ট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগে। তিনি ইইই বিভাগ থেকে বিএসসি শেষ করে একই বিভাগে এমএসসি শুরু করেন। এর পাশাপাশি লেকচারার হিসেবে বুয়েটের আইআইসিটিতে শিক্ষকতা ও গবেষণা করছেন। জনাব হাসানের গবেষণার বিষয়বস্তু ন্যানো স্কেলে আলো ও পদার্থের মিথস্ক্রিয়া- বিশেষত ন্যানোফোটোনিক্স, অপ্টোইলেক্ট্রনিক্স এবং অপটিক্যাল সেন্সিং। তাঁর বিভিন্ন গবেষণাকর্ম তিনটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো দুটি রিভিউয়ে আছে। এছাড়াও তাঁর চারটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স পেপার রয়েছে এবং 'আলো' নামে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইনস্টিটিউট অফ ইলেক্ট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার্স (**IEEE**) এর ইলেক্ট্রন ডিভাইস সোসাইটির (**IEEE-EDS**) বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ট্রেজারার হিসেবে কাজ করছেন এবং আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির (**ACS**) সদস্য। তার লক্ষ্য বাংলাদেশে মৌলিক ও ফলিত গবেষণার জন্য একটি বিশ্বমানের ইনস্টিটিউট তৈরি করা যেখানে বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারবেন।

ফারিয়া তাসনীম

ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(বিজ্ঞান অধিক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত)

ফারিয়া তাসনীমের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রাজধানী ঢাকায়। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগে ভর্তি হন; এগিয়ে যান অর্জিত জ্ঞান দ্বারা দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু ঔষধ সেক্টরকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বিশ্বের কাছে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করার স্থিরলক্ষ্য নিয়ে। ৫ বছর মেয়াদী বি.ফার্ম (সম্মান) কোর্স চলাকালীন ভাল ফলাফলের সুবাদে বিভিন্ন সময়ে সম্মানজনক নানা বৃত্তি অর্জন করেছেন, যার মধ্যে **"বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (BPS) বৃত্তি"**, **"বদরুন্নেসা গফুর মেমোরিয়াল ট্রাস্ট বৃত্তি"**ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ৫ম বর্ষে থাকাকালীন খাদ্যের সাথে প্রচলিত ঔষধের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে করা তার মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হয় Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences (DUJPS) এ। গবেষণার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্বক যন্ত্র পরিচালনায় ও পারদর্শী তিনি। ৩.৯৭ সি.জি.পি.এ নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে অনার্স শেষ করা ফারিয়া তাসনীম পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত অংশ নিয়েছেন নানান সহ-শিক্ষাকার্যক্রমে। বিভিন্ন ফার্মা ফেস্টিভ্যাল, প্রতিযোগিতা, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা ও ট্রেইনিং গুলোতে আছে তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ফারিয়া তাসনীমের অবসর সময় কাটে গল্পের বইপড়ে, দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র দেখে কিংবা শখের আঁকাআঁকিতে। ভালবাসেন দেশের মাটি ও মানুষকে; ভবিষ্যতে কাজ করে যেতে চান তাদের স্বার্থেই।

কানিজ ফাতেমা
শিক্ষার্থী (মাস্টার্স, ২০১৯-২০২০),
জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কানিজ ফাতেমার জন্ম নরসিংদী জেলায়। ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেনীতে প্রথম স্থান লাভ করে অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। মাস্টার্সে তাঁর থিসিসের বিষয় আর্সেনিক ও অন্যান্য ভারি ধাতু কিভাবে মানবদেহে রোগসৃষ্টি করছে-তা খতিয়ে দেখা। এরই পাশাপাশি ফার্মাকোজেনোমিকস, কোভিড-১৯ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বায়োইনফরম্যাটিকসভিত্তিক কাজ নিয়ে তাঁর তিনটি

গবেষণাপত্র বিভিন্ন স্বনামধন্য জার্নালে (ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ৪+) প্রকাশিত হয়েছে। কানিজ ভবিষ্যতেও মৌলিক গবেষণা কাজের সাথে যুক্ত থেকে দেশের ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বাস্থ্যখাতে অবদান রাখতে চান।

মো. নাজমুজ্জামান সিফাত
শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. নাজমুজ্জামান সিফাতের জন্ম বাংলাদেশের সর্বোত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার ময়নাগুড়ি গ্রামে। ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেনীতে প্রথম স্থান লাভ করে বিএড (সম্মান) শেষ করেন। একই ইনস্টিটিউটে মাস্টার্স করছেন বিজ্ঞান, গণিত ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিভাগে মাস্টার্সের পাশাপাশি গবেষণা করছেন পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে। জনাব সিফাত শিক্ষা দর্শন নিয়ে লেখালেখি করেন, ভবিষ্যতে কাজ করতে চান শিক্ষাক্রম উন্নয়ন নিয়ে।

ডাঃ মোঃ এহসানুল আলম
রেসিডেন্ট,
ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ,
ঢাকা মেডিকেল কলেজ

ডা. মোঃ এহসানুল আলম ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগে রেসিডেন্ট হিসেবে স্নাতকোত্তর এমডি (ডক্টর অব মেডিসিন) কোর্সের শেষ পর্বের শিক্ষার্থী করোনা মহামারীর সূচনালগ্ন থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ইউনিটে চিকিৎসক হিসেবেও দায়িত্ত পালন করছেন। তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে। ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসির পর এমবিবিএস সম্পন্ন করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে। ফাইনাল পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সকল মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনার্স নম্বরসহ মেধাতালিকায় পঞ্চম স্থান অর্জন করেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেশ কয়েকটি পেশাগত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং স্বীকৃত আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।ফিজিক্যাল মেডিসিন-র ছাত্র হিসেবে মাস্কুলোস্কেলেটাল ডিজঅর্ডার,স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রিহ্যাবিলিটেশন, রিউম্যাটলজি এবং স্পোর্টস মেডিসিন তাঁর আগ্রহের বিষয়। বর্তমানে হাঁটুর অস্টিওআর্থাইটিস-র সাথে ভিটামিনডি-র সম্পর্ক নিয়ে গবেষণায় সম্পৃক্ত ডা.আলম ছাত্রজীবনে আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ, আন্তঃ মেডিকেল কলেজ এবং জাতীয় টেলিভিশনে বাংলা ও ইংরেজি বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, বানান ও কুইজ প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

রূপক কুমার সাহা
এম.এফ.এ (অধ্যয়নরত)

রূপক কুমার সাহার জন্ম বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানায়। সারিয়াকান্দি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং সারিয়াকান্দি ডিগ্রী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাস্কর্য বিভাগে। ভাস্কর্য বিভাগ থেকে বিএফএ শেষ করে একই বিভাগে এমএফএ শুরু করেন । স্নাতকে ভালো ফলাফলের জন্য 'রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক' অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি এমএফএ দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়ন করছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সময়কে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য কাজ করে আসছেন তার ভাস্কর্য চর্চার মধ্য দিয়ে। তার লক্ষ্য আধুনিক ভাস্কর্য চর্চায় সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেই সাথে বাঙ্গালী জাতির গৌরবময় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী ভাস্কর্যসমূহ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

প্রত্যাশা বিশ্বাস
কৃষি রসায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

প্রত্যাশা বিশ্বাস যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি পড়াশুনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অত্যন্ত সম্পৃক্ত ছিলেন এবং পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। প্রত্যাশা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ে স্নাতকে ৩.৯৮ সিজিপিএ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কৃষি রসায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি জলাবদ্ধ এলাকার মানুষের অপুষ্টি সমস্যা সমাধানে স্থানীয় অপ্রচলিত খাবারের ভূমিকা নিয়ে গবেষণারত আছেন।

মো. খাইরুল ইসলাম
স্নাতকোত্তর (অধ্যয়নরত)
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

মো. খাইরুল ইসলামের জন্ম বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায়। তিনি মোরেলগঞ্জ উপজেলার উত্তর গুলিশাখালী মাদ্রাসা থেকে হিফজুল কুরআন সম্পন্ন করেন। জিপিএ ৫.০০ পেয়ে আলিমে উত্তীর্ণ জনাব ইসলাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ওই বিভাগ থেকে অনার্সে ৩.৯৮ সিজিপিএ পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং ধর্মতত্ত্ব অনুষদে সম্মিলিত রেজাল্টে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি রোভার স্কাউটসহ বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত আছেন।

■ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ০৩ টি নির্দেশিকা প্রণয়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে **০৩** টি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়।

ক) স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২।

খ) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ ও বৃত্তি নির্দেশিকা, ২০২২।

গ) "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২।

■ শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক ৪০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে (ভার্চুয়ালি) আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অংশীজন হিসাবে বর্ণিত কর্মশালায় জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা প্রশাসন, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ অন্যান্য নানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের সাথে দিনব্যাপী আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকৃত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন ও তাদের মাঝে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রমসমূহ আরো সহজতর হয়। 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ৩০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ হতে অনুষ্ঠিত হওয়া রাজবাড়ি জেলার ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা ।

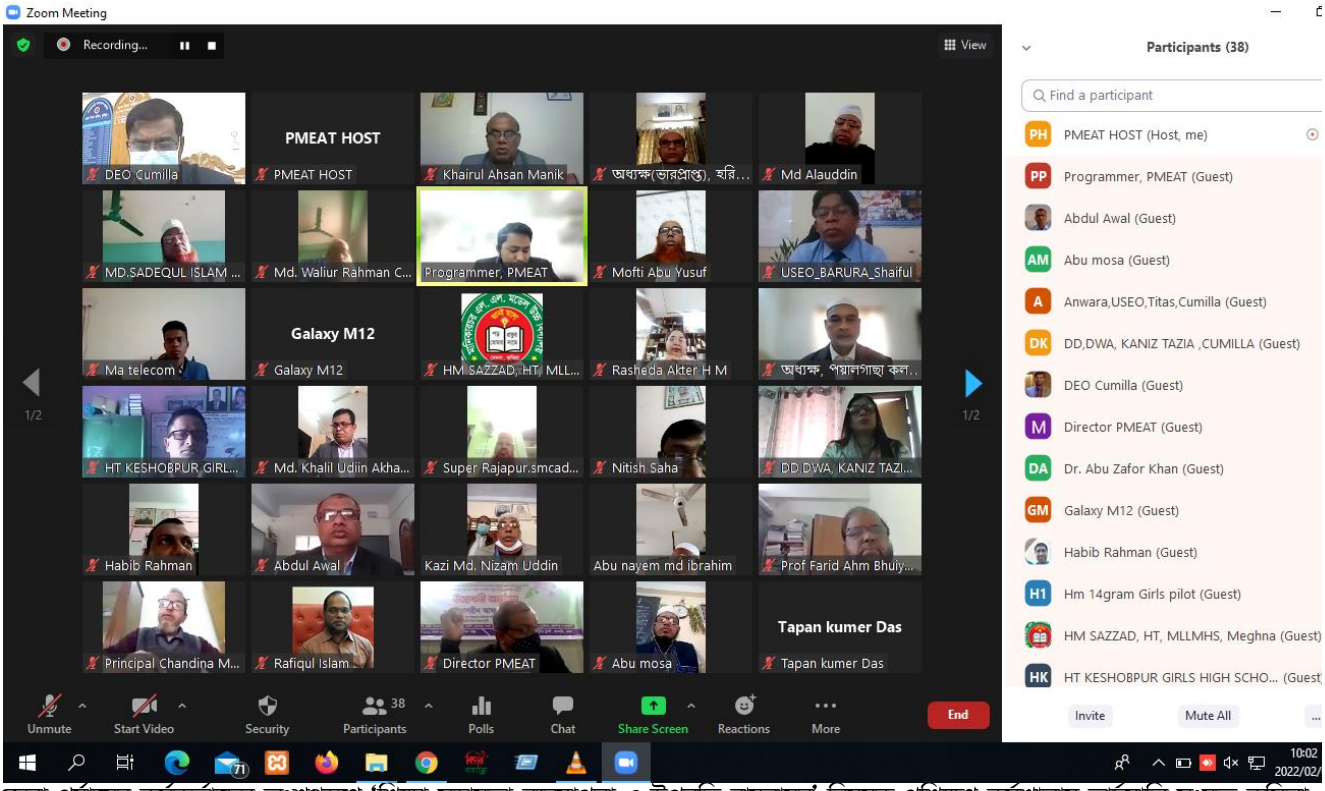

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত কুমিল্লা জেলার কর্মকর্তাবৃন্দ।

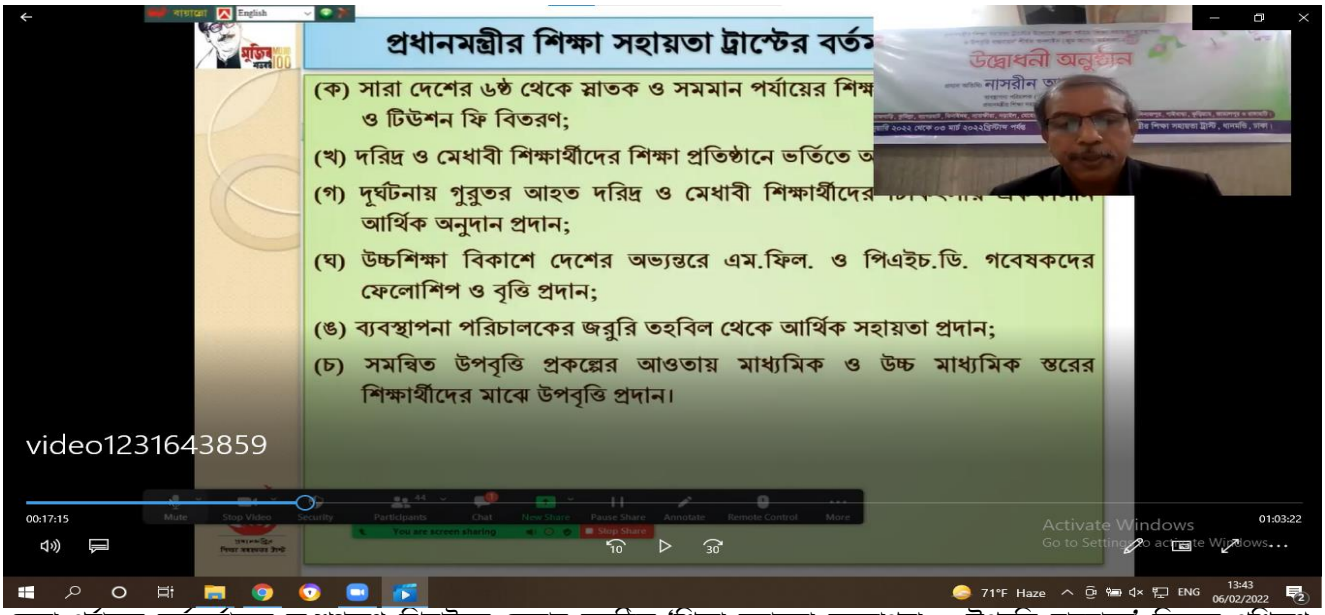

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ঝিনাইদহ জেলায় অনুষ্ঠিত 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আলোচক হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ট্রাস্টেও পরিচালক কাজী দেলোয়ার হোসেন।

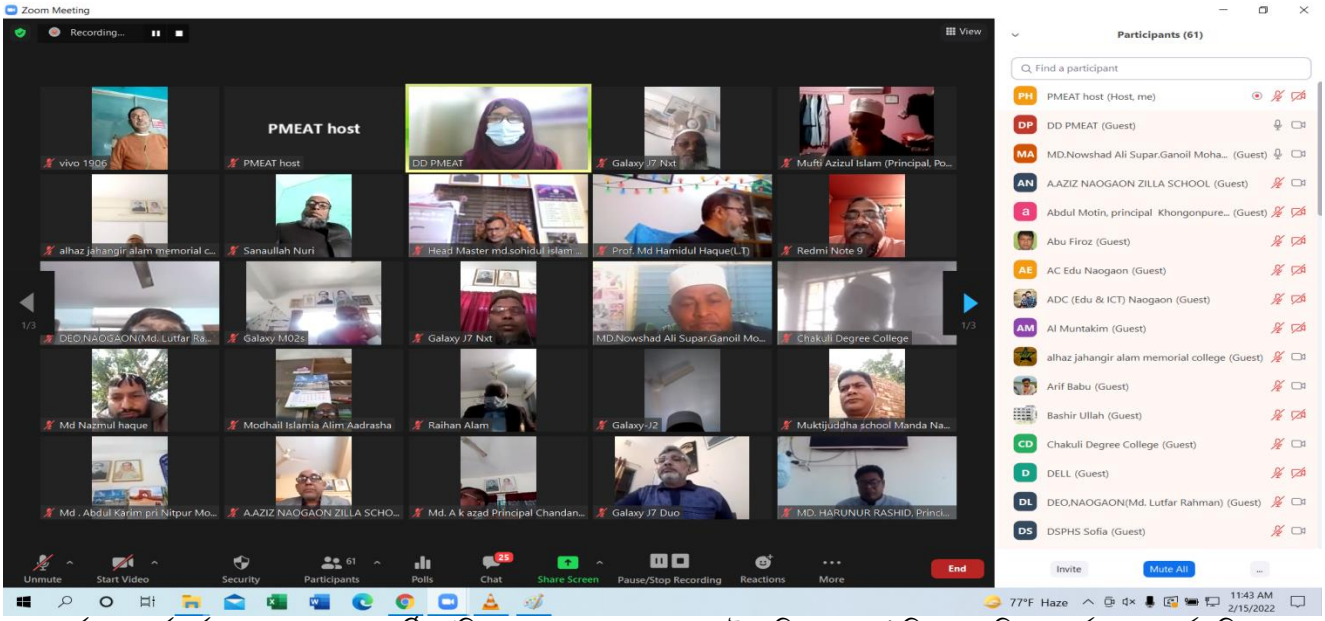

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত নওগাঁ জেলার কর্মকর্তাবৃন্দ।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালার তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	অংশ্রগহণকারীর সংখ্যা
১.	'ই-স্টাইপেন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'-এর পরিচালনা পদ্ধতি ও উদ্ভুত কারিগরি সমস্যা নিরসন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন	২৯ আগস্ট ২০২১ খ্রি. রবিবার	২০ জন
২.	ট্রাস্টের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক ২.২.১ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি. বৃহস্পতিবার	১৬ জন
৩	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর কার্যক্রম ২.১ অনুযায়ী ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন	১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি. সোমবার	২৪ জন
৪.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি. রবিবার	৩৭ জন
৫.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	২৮ সেপ্টেম্বও ২০২১ খ্রিঃ	১৬ জন
৬.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যারেঞ্জ মোকাবেলায় দিনব্যপী কর্মশালা	১১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ	১৬ জন
৭.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত দিনব্যপী প্রশিক্ষণ	৩১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ	১৬ জন
৮.	এইচ এসপি এমআইএস ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে দিনব্যপী প্রশিক্ষণ	৩ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ	৩২ জন
৯.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	১১ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ	১৫ জন
১০.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	২৪ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ	১৬ জন
১১.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	২২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ	৩৬ জন
১২.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক	২৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ	১৫ জন

	দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।		
১৩.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এপিএ অগ্রগতি, মূল্যায়ন এবং ফিডব্যাক বিষয়ক দিনব্যপী কর্মশালা আয়োজন	৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ	১৬ জন
১৪.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যারেঞ্জ মোকাবেলায় দিনব্যপী কর্মশালা	২৬ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ	১২ জন
১৫.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ	১৪ জন
১৬.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বিবিধবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং উপবৃত্তি কার্যক্রম বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশাল া আয়োজন।	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ	২২ জন
১৭.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	১৪ মার্চ, ২০২২ খ্রিঃ	১৬ জন
১৮.	উদ্ভাবনী বিষয়ক দিনব্যপী প্রশিক্ষণ	১৫ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ	১৫ জন
১৯.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বিবিধবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং উপবৃত্তি কার্যক্রম বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশাল া আয়োজন।	২৩ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ	১৫ জন
২০.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত দিনব্যপী প্রশিক্ষণ	১১ মে ২০২২ খ্রিঃ	২০ জন
২১.	উদ্ভাবনী বিষয়ক দিনব্যপী প্রশিক্ষণ	১৯ মে ২০২২ খ্রিঃ	১৭ জন
২২.	অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক দিনব্যপী প্রশিক্ষণ	০২ জুন ২০২২ খ্রি;	১৭ জন
২৩.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	০৬ জুন ২০২২ খ্রি;	১৫ জন
২৪.	ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে আইবাস ++ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	২২ জুন ২০২২ খ্রিঃ	১৪ জন
২৫.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যারেঞ্জ মোকাবেলায় দিনব্যপী কর্মশালা	১২ জুন ২০২২ খ্রিঃ	২১ জন
২৬.	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে কর্মশালা	১৬ জুন ২০২২ খ্রিঃ	৩৬ জন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কর্মশালার বর্ষপঞ্জী অনুয়ায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে নির্ধারিত সেবাসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ৩১ অক্টোবর ২০২১ খ্রি. তারিখে 'শুদ্ধাচার বিষয়ক' প্রশিক্ষণ কর্মশালা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি'বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

১৪ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি'বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

তথ্য অধিকার বিষয়ক ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২২ উপলক্ষে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২২ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্ণারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

■ জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভার শেষে ট্রাস্ট অফিসে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্ত্রী উপলক্ষে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে রক্ষিত প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

■ জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ১১:০০ টায় ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এঁর জীবনাদর্শ ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা শেষে মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। অনুষ্ঠান শেষে ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে ট্রাস্ট কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে ট্রাস্ট অফিসের আঙিনায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

■ 'শেখ রাসেল দিবস-২০২১' উদযাপন

১৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে শেখ রাসুল দিববে ট্রাস্ট কর্তৃক শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

■ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ প্রভাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের শহিদ বেদিতে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

মহান ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের প্রভাতে শহিদ বেদিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

■ উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থ

সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র অর্থ ইএফটিএন এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগী শিক্ষার্থীকে প্রদান করা হচ্ছে।

ক) স্নাতক ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ:

➢ **সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**

ক্রম:	বিবরণ (শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক)	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
১.	উপবৃত্তি বাবদ (১২X মাসিক ২০০)	২৪০০ টাকা
২.	বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ	১৫০০ টাকা
৩.	ফরম পূরণ বাবদ	১০০০ টাকা
	মোট প্রদত্ত টাকার পরিমাণ:	**৪,৯০০ টাকা**

➢ **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**

ক্রম:	বিবরণ (শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক)	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
১.	উপবৃত্তি বাবদ (১২X মাসিক ২০০)	২৪০০ টাকা
২.	বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ	১৫০০ টাকা
৩.	ফরম পূরণ বাবদ	১০০০ টাকা
৪.	টিউশন ফি বাবদ (১২X মাসিক ৬০)	৭২০ টাকা
	মোট প্রদত্ত টাকার পরিমাণ:	**৫,৬২০ টাকা**

খ) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) -এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ:

শ্রেণি	উপবৃত্তি ও টিউশন ফি	শ্রেণি	উপবৃত্তি ও টিউশন ফি
৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণি	২,৮২০ টাকা	৮ম শ্রেণি	৩,৪২০ টাকা
৯ম শ্রেণি	৪,২০০ টাকা	১০ম শ্রেণি	৫,২০০ টাকা
১১শ শ্রেণি	৭,২৬০ টাকা (বিজ্ঞান) ৬,৫৮০ টাকা (অন্যান্য)	১২শ শ্রেণি	৭,২৬০ টাকা (বিজ্ঞান) ৬,৭৮০ টাকা (অন্যান্য)

➢ ২০১২-১৩ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের (ডিগ্রী ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের) শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে টিউশন ফি বাবদ বিতরণকৃত অর্থের হিসাব-

অর্থবছর	উপবৃত্তির বছর	বিতরণের তারিখ	উপবৃত্তি ও টিউশণ ফি বাবদ ব্যয়
২০২০-২১	২০২১	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ টাকা
২০১৯-২০	২০২০	১৪ মে ২০২০	১১০,৯৮,৯২,৩৪০ টাকা
২০১৭-১৮	২০১৮	২৯ ডিসেম্বর ২০১৮	১৩৭,৬০,৮৪,০৪০ টাকা
২০১৬-১৭	২০১৭	১৩ জুলাই ২০১৭	১৩৪,২৪,৭৫,৪৬০ টাকা
২০১৫-১৬	২০১৬	২৩ জুন ২০১৬	১১৩,৬১,৩৩,৫৬০ টাকা
২০১৪-১৫	২০১৫	২৬ এপ্রিল ২০১৫	৯১,৬৫,০৩,৯৮০ টাকা
২০১২-১৩	২০১৩	৩০ জুন ২০১৩	৭২,৯৫,৩২,২০০ টাকা
		সর্বমোট:	৭৫৮,১৬,০৭,১৬০ টাকা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের ব্যয়বিবরণী:

অর্থনৈতিক কোডেরবিবরণ	বরাদ্দেরপরিমান	ব্যয়ের পরিমান	অব্যয়িতটাকা

৩৬৩১-আর্বতক অনুদান			
৩৬৩১১০১-(ক) বেতন বাবদ সহায়তা	৭৫০০০০০	৭০৬৩২১৭	৪৩৬৭৮৩
৩৬৩১১০২-(খ) ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৭৩৭০০০০	৬৯৭০৫৮৭	৩৯৯৪১৩
৩৬৩১১০৩-(গ) পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১৩৯৮৮৭৬৭	১২০৪৭৩২১	১৯৪১৪৪৬
৩৬৩১১০৮ (ঘ) গবেষণাঅনুদান	২৭০০০০	২৪৮৩৬০	২১৬৪০
৩৬৩২-মূলধন অনুদান			
৩৬৩২১০২-(ক) যন্ত্রপাতিঅনুদান	২০০০০০০	১৮২৮৩৩৪	১৭১৬৬৬
৩৬৩২১০৫-(খ) তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	৬০০০০০	২৯১৬০০	৩০৮৪০০
৩৬৩২১০৬-(গ) অন্যান্য মূলধনঅনুদান	১০০০০০	৮০২৬৭	১৯৭৩৩
৩৬১১১৯৯ -(ঘ) অন্যান্য অনুদান	৩৯০০০০০	৩৯০০০০০	০
মোট:	**৩৫৭২৮৭৬৭**	**৩২৪২৯৬৮৬**	**৩২৯৯০৮১**

■ উদ্ভাবন (ইনোভেশন) কার্যক্রম

➢ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদানের ডিজিটাল পদ্ধতি:

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ভর্তি সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে অনলাইনভিত্তিক করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তি সহায়তা প্রদানের আবেদন অনলাইনে নির্ধারিত সময়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রহণের জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। এ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি/এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে বসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির লক্ষ্যে ভর্তি সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারে। অনলাইনে ভর্তি সহায়তা প্রদান করার ফলে এ সেবাটি আরো সহজ, স্বচ্ছ ও টেকসই হওয়ার পাশাপাশি সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীর সময় ও অর্থের অপচয় হ্রাস হয়।

➢ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ:

দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটবেনা তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে। এ কার্যক্রমকে আরো সহজ, নির্বিঘ্ন ও শিক্ষার্থীবান্ধব করার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে একটি যুগোপযোগী সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। এ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে চিকিৎসা অনুদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর আবেদন করতে পারে।

■ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লিখিত নির্দেশনা:

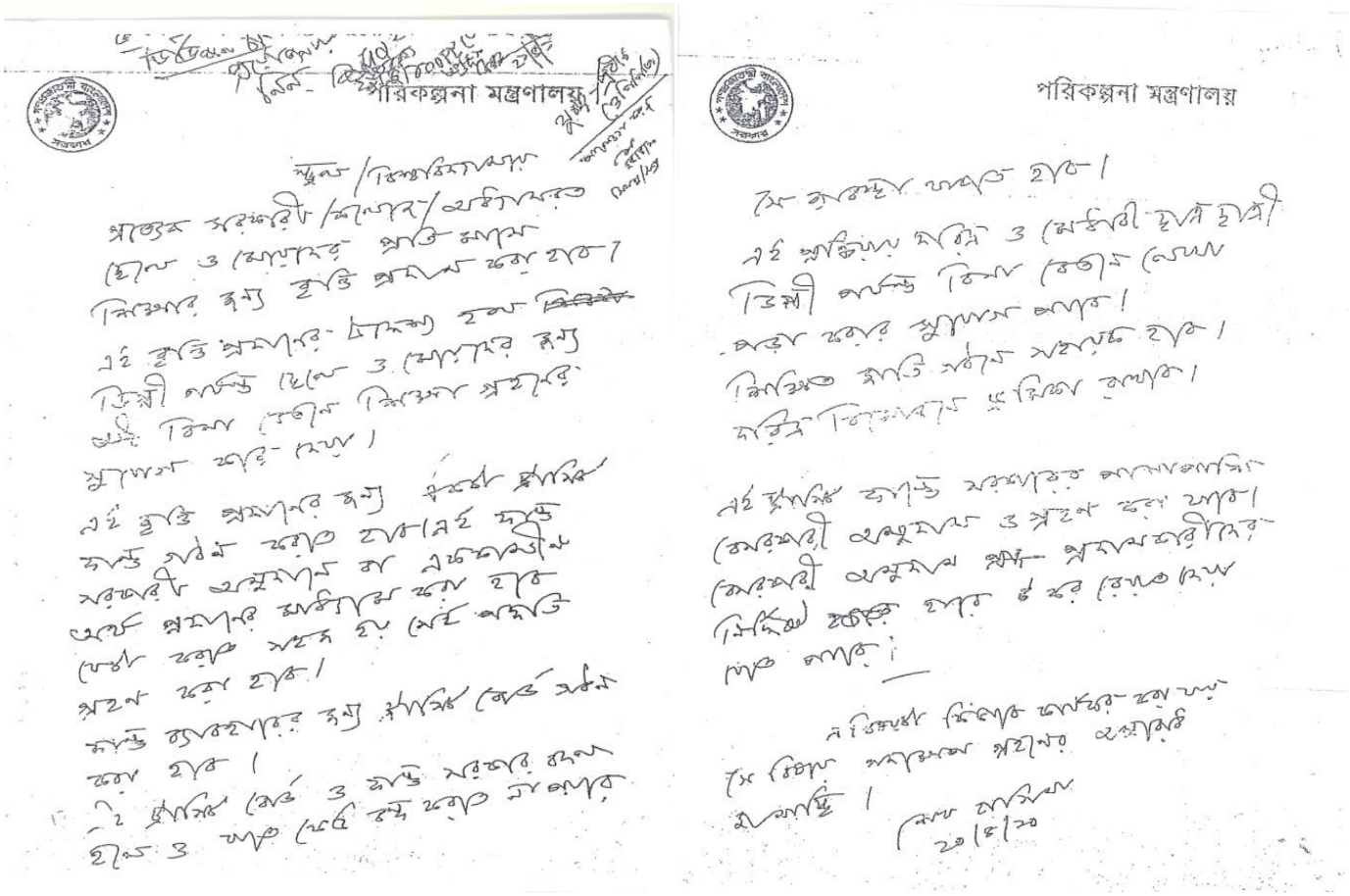

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ওয়েবসাইট: **www.pmeat.gov.bd**
e-mail: md@pmeat.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০০০৪২৩ ফ্যাক্স: ০২-৮১৯১০১৯